তীতের প্রতি পত্র

1 ঈশ্বরের দাস এবং যীশু খ্রীষ্টের প্রেরিত দূত পৌলের
কাছ থেকে– ঈশ্বর যাদের মনোনীত করেছেন তাদের
খ্রীষ্ট বিশ্বাসের পথে এগিয়ে আনতে ও ঐশ্বরিক সত্য
শিক্ষা দিতে আমাকে দূত হিসাবে পাঠানো হয়েছে;
আর সেই সত্যই আমাদের জ্ঞাত করে কিভাবে ঈশ্বরের
সেবা করতে হয়। 2অনন্ত জীবনের প্রত্যাশা থেকেই
আমাদের সেই বিশ্বাস ও জ্ঞান লাভ হয়। সময় শুরুর
পূর্বেই ঈশ্বর সেই জীবনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আর
ঈশ্বর মিথ্যা বলেন না। 3ঠিক সময়ে ঈশ্বর তাঁর বার্তা
জগতের কাছে প্রচারের মাধ্যমেই তা প্রকাশ করেছেন।
ঈশ্বর সেই কাজের ভার আমার হাতে তুলে দিয়েছেন।
আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে আমি
সেই বার্তা প্রচার করেছি।
4এই চিঠি তীতের প্রতি লেখা হয়েছে। একই বিশ্বাসের
ভাগীদার হওয়ায় তুমি আমার প্রকৃত সন্তান।
পিতা ঈশ্বর ও আমাদের ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্ট তোমায়
অনুগ্রহ ও শান্তি দিন।

ক্রীতী দ্বীপে তীতের প্রচার

5আমি তোমাকে ক্রীতী দ্বীপে রেখে এলাম, যাতে
বাকি কাজগুলি তুমি শেষ করতে পার এবং আমার
নির্দেশ অনুসারে প্রতিটি শহরের মণ্ডলীতে প্রাচীনদের
নিয়োগ করতে পার। 6প্রাচীনরূপে গণ্য হবে সেই ব্যক্তি
যে কোন দোষে দোষী নয়, যে কেবল একজন স্ত্রীর
স্বামী, যার ছেলেমেয়েরা খ্রীষ্টবিশ্বাসী এবং বেয়াড়া বা
অবাধ্য বলে পরিচিত নয়। 7একজন প্রাচীনের কাজ হল
ঈশ্বরের কাজে তত্ত্বাবধান করা সুতরাং তাকে নির্দোষ,
নম্র, উদারচিত্ত এবং ক্রোধে ধীর হতে হবে, মাতাল
মারকুটে ও লোক ঠকিয়ে ধনী হবার চেষ্টা সে করবে
না। 8একজন প্রাচীন বরং লোকেদের সাহায্য করার
জন্য তার গৃহে তাদের আতিথ্য দিতে প্রস্তুত থাকবে,
যা ভাল তাই ভালবাসবে; সে বিচক্ষণ, ন্যায়পরায়ণ,
পবিত্র ও জিতেন্দ্রিয় হবে। 9আমরা যে সত্য প্রচার
করি তা সে বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করবে; লোকেদের
সঠিকভাবে শিক্ষা দিতে পারবে এবং যারা সত্যের
বিরোধী তাদের ভুল দেখিয়ে দিতে পারবে।
10কারণ অনেকে আছে যারা অবাধ্য স্বভাবের মানুষ।
যারা অসার কথাবার্তা বলে বেড়ায় ও অনেককে ভ্রান্তির
মধ্যে নিয়ে যায়। বিশেষ করে আমি সেই লোকদের
কথা বলছি, যারা বলছে যে সব অইহুদী খ্রীষ্টীয়ানদের
সুন্নত হওয়া চাই। 11একজন প্রাচীন নিশ্চয়ই দেখিয়ে
দিতে পারবেন যে এইসব লোকেদের চিন্তা ভুল ও
তাদের কথাবার্তা অসার, অবশ্যই তাদের মুখ বন্ধ করে
দিতে পারবেন, কারণ তারা তাদের যে বিষয়ে শিক্ষা
দেওয়া উচিত নয় তা শিক্ষা দিয়ে তারা বহু পরিবারের
সবাইকে বিপর্যস্ত করেছে। তারা অসৎ উপায়ে অর্থ
লাভের জন্য এইরকম করে বেড়ায়। 12তাদেরই একজন
ক্রীতীয় ভাববাদী বলছেন, “ক্রীতীয়েরা সর্বদাই
মিথ্যাবাদী, বন্য জন্তু এবং অলস পেটুক”, 13আর একথা
সত্যি, এইজন্য তুমি ঐ লোকদের বল যে তারা ভুল
করছে, তুমি তাদের প্রতি কড়া হও যাতে তাদের বিশ্বাস
দৃঢ় হয়, 14তখন তারা ইহুদীদের মিথ্যা গল্প গ্রহণ করবে
না এবং যারা সত্য থেকে সরে গেছে এরকম লোকদের
আজ্ঞা মানবে না।
15অন্তরে যারা শুচি তাদের কাছে সব কিছুই শুচি;
কিন্তু যাদের অন্তর কলুষিত ও যারা অবিশ্বাসী তাদের
কাছে কিছুই শুচি নয়; বাস্তবে তাদের মন ও বিবেক
কলুষিত হয়ে পড়েছে।
16তারা স্বীকার করে যে ঈশ্বরকে জানে, কিন্তু
কাজকর্মে তাঁকে অস্বীকার করে। তারা অতিশয় ঘৃণ্য,
তারা অবাধ্য এবং কোন ভাল কাজ করার ব্যাপারে
সম্পূর্ণ অযোগ্য।

সত্য শিক্ষার অনুসরণ

2 সত্য শিক্ষা অনুসরণের জন্য তুমি অবশ্যই লোকেদের
এইসব কাজ করতে বলবে। 2বৃদ্ধদের বল, যেন
তারা আত্মসংযমী, গম্ভীর ও বিজ্ঞ হন। তারা যেন
বিশ্বাসে, ভালোবাসায় ও ধৈর্য্যে দৃঢ় হন।
3সেইভাবে বৃদ্ধাদের বল তারা যেন আচরণে পবিত্র
হন। তারা যেন অপরের সম্বন্ধে মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে
না বেড়ান ও দ্রাক্ষারস পানে আসক্ত না হন। কিন্তু
তারা যেন সৎ শিক্ষা দিয়ে বেড়ান, 4এবং যুবতীদের
শিক্ষা দেন তারা যেন তাদের স্বামীদের ও সন্তানদের
ভালবাসে। 5তারা যেন বিচক্ষণ, পরিশুদ্ধ, গৃহকর্মে
নিষ্ঠাবতী, দয়াময়ী ও স্বামীর প্রতি অনুগত হয়, তাহলে
কেউ ঈশ্বরের বার্তা সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করতে পারবে
না। 6সেইভাবে যুবকদের বল তারা যেন সব কিছুতেই
আত্মসংযম বজায় রাখে; 7আর তুমি নিজে সব বিষয়ে
তাদের সামনে সৎকাজের আদর্শ হও। তুমি যখন শিক্ষা
দেবে তখন সততা ও গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে তা দিও। 8যখন
কথা বলবে তখন সত্য বলো যেন যা তুমি বলছ কেউ
তার সমালোচনা করতে না পারে। এর ফলে তোমার
বিপক্ষেরা লজ্জায় পড়বে, কারণ তোমার সম্পর্কে সে
খারাপ কিছুই বলতে পারবে না।
9দাসদের তুমি এই শিক্ষা দাও: তারা যেন সবসময়
নিজেদের মনিবদের আজ্ঞা পালন করে, তাদের সন্তুষ্ট

রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে, এবং মনিবদের কথার প্রতিবাদ
না করে। **10**তারা যেন মনিবদের কিছু চুরি না করে এবং
তাদের মনিবদের বিশ্বাসভাজন হয়। এইভাবে তাদের
সমস্ত আচরণে প্রকাশ পাবে যে আমাদের ত্রাণকর্তা
ঈশ্বরের শিক্ষা উত্তম।

11ঐভাবেই আমাদের চলা উচিত কারণ ঈশ্বরের
অনুগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে। যে অনুগ্রহ প্রত্যেক মানুষকে
রক্ষা করতে পারে, সেই অনুগ্রহ আমাদের দেওয়া
হয়েছে। **12**সেই অনুগ্রহ আমাদের শিক্ষা দেয়, যেন আমরা
ঈশ্বরবিহীন জীবনযাপন না করি ও জগতের কামনা
বাসনা অগ্রাহ্য করে এই বর্তমান জগতে আত্মনিয়ন্ত্রিত,
ন্যায়পরায়ণ এবং ধার্মিকভাবে জীবনযাপন করি।

13আমাদের মহান ঈশ্বর এবং ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের
মহিমার আবির্ভাবের জন্য যখন অপেক্ষা করছি, তখন
যেন আমরা সবাই এইভাবেই চলি। তিনিই আমাদের
মহান প্রত্যাশা, যিনি মহিমা নিয়ে আসবেন। **14**খ্রীষ্ট
আমাদের জন্যে নিজেকে দিলেন, যাতে সমস্ত মন্দ
থেকে আমাদের উদ্ধার করতে পারেন, যাতে আমরা
সৎকর্মে আগ্রহী ও পরিশুদ্ধ মানুষ হিসেবে কেবল তাঁর
হই। **15**এসব কথা বল এবং পূর্ণ কর্তৃত্বের সঙ্গে তাদের
উৎসাহিত কর ও তিরস্কার কর। কেউ যেন তোমাকে
তুচ্ছ করতে না পারে।

ভক্তিপূর্ণ জীবনযাপনের পরামর্শ

3 তুমি লোকদের মনে করিয়ে দিও, যেন তারা দেশের
সরকার ও কর্তৃপক্ষের অনুগত হয়। তাদের
কথামতো চ'লে যে কোন সৎকাজ করতে যেন প্রস্তুত
থাকে। **2**বিশ্বাসীদের বল তারা যেন কারও বিষয়ে মন্দ
না বলে, লোকের সঙ্গে ঝগড়া না করে, সমস্ত মানুষের
সাথে যেন অমায়িক ও ভদ্র ব্যবহার করে।

3কারণ একসময়ে আমরাও নির্বোধ ও অবাধ্য ছিলাম।
অন্যের দ্বারা বিপথে চালিত হয়ে নানা রকমের মন্দ
ইচ্ছা ও কুৎসিত আনন্দের দাস ছিলাম। আমাদের
জীবন অশুভ কামনা ও ঈর্ষায় পূর্ণ ছিল। অন্যেরা
আমাদের ঘৃণা করত আর আমরাও পরস্পরকে ঘৃণা
করতাম। **4**কিন্তু যখন আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের দয়া
ও মনুষ্যপ্রীতি প্রকাশিত হল **5**তখন তিনি তাঁর দয়ার
গুণে আমাদের রক্ষা করলেন। ঈশ্বরের কাছে যোগ্য
বলে বিবেচিত হওয়ার জন্য, ভাল কাজ করেছিলাম
বলে নয়। তিনি আমাদের পরিষ্কার করে পরিত্রাণপ্রাপ্ত
নতুন মানুষ করলেন এবং পবিত্র আত্মার মাধ্যমে আমরা
নতুন হলাম। **6**সেই পবিত্র আত্মাকে ঈশ্বর আমাদের
ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা আমাদের উপরে বিপুল
পরিমাণে বর্ষণ করলেন। **7**তাঁর অনুগ্রহে আমরা ঈশ্বরের
সাক্ষাতে ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়েছি এবং ঈশ্বর তাঁর
আত্মাকে আমাদের দিয়েছেন যেন আমরা অনন্ত জীবন
পেতে পারি। এটাই তো আমাদের প্রত্যাশা। **8**আর এই
শিক্ষা সত্য।

আমি চাই যে তুমি নিশ্চিতভাবে জানতে পার যে
লোকেরা এসব বুঝতে পারছে, তাহলে যারা ঈশ্বরে
বিশ্বাসী তারা নিজেদের জীবন মঙ্গলকর্মে উৎসর্গ করার
জন্য উৎসুক থাকবে। এসবই উত্তম বিষয়, এতে সবার
সাহায্য হবে।

9অর্থহীন বাক্‌বিতণ্ডা, বংশতালিকা নিয়ে আলোচনা,
মোশির বিধি-ব্যবস্থার শিক্ষা নিয়ে কোন্দল এবং লড়াই
করে এমন লোকদের এড়িয়ে চলবে, কারণ এগুলো
অপ্রয়োজনীয় ও নিরর্থক। **10**যে ব্যক্তি তর্কবিতর্ক করতে
চায় তাকে প্রথম ও দ্বিতীয় বার সাবধান করার পরও
যদি সে না শোনে তখন তাকে এড়িয়ে চলবে; **11**কারণ
তুমি জেনো, এধরণের লোকেরা মন্দ ও পাপে
জীবনযাপন করে। তার পাপই প্রমাণ করে যে সে ভুল
পথে যাচ্ছে।

শেষ কথা

12আমি তোমার কাছে আর্তিমাকে ও তুখিককে
পাঠাবো, আমার সঙ্গে নিকপলিতে দেখা করতে আপ্রাণ
চেষ্টা কোর, কারণ শীতকালটা আমি ওখানেই কাটাবো
ঠিক করেছি। **13**আইনজীবি সীনা ও আপল্লো ওখান
থেকে রওনা হবেন।

তাঁদের যাত্রাপথে যতদূর পারো সাহায্য কোর। ভাল
করে দেখো তাঁদের যা কিছু প্রয়োজন সবই যেন তাঁরা
পান। **14**আমাদের লোকেরা যেন সৎকর্মে উদ্যোগী হয়,
এইভাবে যার যা প্রয়োজন তা মেটাতে তাদের সাহায্য
করুক। যদি তারা এটা করে তবে তাদের জীবন নিস্ফল
হবে না। **15**আমার সঙ্গীরা সকলে তোমাকে শুভেচ্ছা
জানাচ্ছেন। যারা বিশ্বাস সম্বন্ধে আমাদের ভালবাসেন
তাদের শুভেচ্ছা জানিও।

ঈশ্বরের অনুগ্রহ তোমাদের সকলের সহবর্তী হোক্।